সমকাল

তারিখ ... 09 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... 4 .....

সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

পরীক্ষা ছাড়াই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দিন

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরীক্ষা ছাড়াই প্রথম শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নির্দিষ্ট বয়স হয়ে গেলে শিশুরা স্কুলে ভর্তি হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। ক্লাস ওয়ানে ছাপানো প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হবে কেন? যখনই একটা শিশুর ভর্তির বয়স হবে, তখনই তাকে ভর্তি নিতে হবে। শিক্ষা তার মৌলিক অধিকারগুলোর একটি।'

শেখ হাসিনা প্রশ্ন রাখেন, 'সে যদি ছাপানো প্রশ্নপত্র পড়ার মতো জ্ঞানই অর্জন করে থাকে, তাহলে স্কুলে তাকে আর পড়াবে কী?'

গতকাল মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭ ● ছবি পৃষ্ঠা-২

পরীক্ষা ছাড়াই প্রথম শ্রেণীতে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া টাকা লুটপাটের কারণেই দেশে সাক্ষরতার হার কমেছে। বিভিন্ন সময় হত্যার মধ্য দিয়ে অবৈধরা ক্ষমতায় আসার কারণে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়াত্রিস কালদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাউল আলম এতে সভাপতিত্ব করেন। খবর বাসস, ইউএনবি ও বিডিনিউজের।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন পড়তে পারে, সে জন্য শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো উন্নত করা দরকার।' শহর এলাকায় সব শ্রেণীর অভিভাবক যাতে সন্তানকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হন, সে জন্য এসব স্কুলের মানোন্নয়নেরও তাগিদ দেন তিনি।

শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, 'জরাজীর্ণ স্কুলগুলো মেরামত ও উন্নত করা দরকার। ছেলেমেয়েরা তাদের প্রথম শিক্ষা পাড়ার স্কুল থেকেই নেবে; পাড়ার স্কুলেই ভর্তি হবে।' শিশুরা যাতে স্কুলে আসতে আগ্রহী হয়, সে জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে অভিভাবকরা মনে করেন, এটা তাদের কর্তব্য; সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষাকে মূল ভিত্তি হিসেবে ধরেই শিক্ষা কাঠামোকে এগিয়ে নেওয়ার ওপরও প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'এমন কোনো পাঠ্যসূচি নেওয়া ঠিক হবে না, যা শিশুদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে। একটা শিশু স্কুলে যেতেই পারল না, তার ওপর বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো। পড়ার বোঝা, হোমওয়ার্কের বোঝা। এতে করে ভীতি এসে যায়।'

'বইয়ের বোঝা' চাপিয়ে দিলে পড়াশোনার প্রতি 'অনীহা সৃষ্টি হয়' মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, খেলাধুলাসহ অন্য যেভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে ধরনের উদ্যোগ তাদের জন্য নিতে হবে।

স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে এক খাবার না দিয়ে বিভিন্ন স্বাদের খাবার দেওয়ার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ওই বিস্কুট আমি নিজে এনেছিলাম। নিজেই পরীক্ষা করলাম। ওই বাচ্চারা এক খাবার কয়দিন খাবে?'

স্কুল ফিডিংয়ের জন্য তৈরি বিস্কুটে চকোলেট বা ভ্যানিলা ফ্লেভার যোগ করার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক জিনিস খেতে খেতে অনীহা হয়ে যায়।' এলাকার বিত্তশালীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক তহবিল গঠনের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, 'প্রতিটি স্কুলের জন্য আলাদা ফান্ড করা যেতে পারে। আমাদের সমাজে অনেক বিত্তশালী আছে, যাদের টাকা খরচের জায়গা নেই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি টাকা দিলে তা ছাত্রদের পেটে যাবে না। কার কার পকেটে চলে যাবে। কথাই তো আছে, সরকারি মাল দরিয়া মে ডাল।' দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এক হাজার কোটি টাকার শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার কথাও বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেছবাহ উল আলম সাক্ষরতার হার নিয়ে বলেন, দেশে গড় সাক্ষরতার হার ৭১ দশমিক ৫ শতাংশ।

তার ওই হিসাব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা এরই মধ্যে শুনেছেন, সাক্ষরতার হার ৭১ ভাগ হয়েছে। এ সময় তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে শিক্ষা খাতের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় এক কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, সে সময় সাতটি জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়। দেশে সাক্ষরতা বিস্তারে এ বিশাল অর্জনের সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার-১৯৯৮' লাভ করে। উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৮ লাখ ১৭ হাজার ৯৭৭ জনে উন্নীত করা, ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ২৯ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'পর্যায়ক্রমে আমরা প্রত্যেকটি স্কুলে মিড ডে মিল চালু করব।' ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় এক হাজার ১৪০ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৬২৩টি 'আনন্দ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করায় হতদরিদ্র ও ঝরে পড়ার শঙ্কায় থাকা শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বের সব দেশে যখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতার হার বাড়ে, কিন্তু আমাদের দেশে বিএনপি-জামায়াতের ২০০১-২০০৬ আমলে সাক্ষরতার হার আমাদের রেখে যাওয়া ৬৫ শতাংশ থেকে কমে ৪৪ শতাংশে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বব্যাংক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে সাড়ে ১২শ' কোটি টাকা দেয়। এ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে শেষ পর্যন্ত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর তার সরকার পুনরায় কার্যক্রম চালু করে। এর ফলে বর্তমান সাক্ষরতার হার বেড়ে ৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।